সংবাদ

তারিখ 02 DEC 2016
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষ সংকট দূর করুন

দেশের সাধারণ শিক্ষার ৭০ শতাংশেরও বেশি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শ্রেণীকক্ষ সংকট রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের এক গবেষণা প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। দেশের প্রাথমিক শিক্ষা খাত নিয়ে সম্প্রতি এই গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর। 'বাংলাদেশ প্রাইমারি এডুকেশন অ্যানুয়াল সেক্টর পারফরম্যান্স রিপোর্ট-২০১৬' শীর্ষক এ প্রতিবেদনে দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর শ্রেণীকক্ষ সংকটের বিষয়টি উঠে এসেছে। এ নিয়ে গত শনিবার গণমাধ্যমে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।

গবেষণা প্রতিবেদন মতে, প্রাথমিক শিক্ষায় প্রতি ৪০ জন শিক্ষার্থীর বিপরীতে একটি শ্রেণীকক্ষ– এমন নীতি অনুসরণ করার কথা রয়েছে। কিন্তু মাত্র ২৮ দশমিক ৭ শতাংশ বিদ্যালয়ে এ নীতি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়েছে। সে হিসাবে দেশের ৭০ শতাংশেরও বেশি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শ্রেণীকক্ষ সংকট রয়েছে।

সাধারণ শিক্ষায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৭০ শতাংশের শ্রেণীকক্ষ সংকট রয়েছে। অথচ গত ৮ বছরে সাড়ে ১৩শ' মাদ্রাসার নতুন ভবন ও শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে মাদ্রাসাপ্রতি ৭০ লাখ টাকা ব্যয় করে। ধারণা করা যেতে পারে, সাধারণ শিক্ষার চেয়ে মাদ্রাসা শিক্ষার ওপর বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

দেশের সরকারি-বেসরকারি উভয় ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয়েই শ্রেণীকক্ষ সংকট চরমে পৌঁছেছে। শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ না করাকেই এ সংকটের কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে প্রতিবেদনটিতে। সরকারি ও দেশি-বিদেশি বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা থেকে নানা উদ্যোগ গ্রহণের ফলে স্কুলগামী শিশুর সংখ্যা বেড়েছে। শ্রেণীকক্ষ সংকট থাকলে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থী ধরে রাখা কঠিন হয়ে যাবে। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত শ্রেণীকক্ষ থাকা বাঞ্ছনীয়। শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে ধরে রাখার ক্ষেত্রে পাঠদানের পরিবেশ গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে বিদ্যালয়গুলোয় শ্রেণীকক্ষ সংকটের যে চিত্র উঠে এসেছে তা সত্যিই হতাশাব্যঞ্জক।

মানসম্মত পাঠদান নিশ্চিতকরণে শ্রেণীকক্ষসহ পর্যাপ্ত অবকাঠামো নিশ্চিত করা খুবই জরুরি। সরকার গত ৮ বছরে সারাদেশের প্রায় সাড়ে ১৩শ' মাদ্রাসায় নতুন ভবন ও শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ করেছে। গড়ে একটি মাদ্রাসার পেছনে সরকারের ব্যয় হয়েছে প্রায় ৭০ লাখ টাকা। আরও দুই হাজার মাদ্রাসায় নতুন ভবন নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। অথচ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষ সংকট দূর করার ক্ষেত্রে সরকারের যেন কোনো মাথাব্যথাই নেই। ৭০ শতাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যে শ্রেণীকক্ষ সংকট রয়েছে সেটা সরকারের অজানা নয়।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষ সংকট দূর করতে হবে। এক্ষেত্রে ২৮ দশমিক ৭ শতাংশের বেশি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যে নীতি অনুসরণ করা হয়েছে সেই নীতি অনুসরণ করতে হবে। তা না হলে দেশের গোটা শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। সাধারণ শিক্ষার চেয়ে মাদ্রাসা শিক্ষার অবকাঠামো ও শ্রেণীকক্ষ নির্মাণের ওপর গুরুত্ব দিয়ে আর যাই হোক ডিজিটাল বাংলাদেশ হবে না কিছুতেই।